পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
২৪শ সংখ্যা, উৎপন্ন একাদশী,
১৪ই নভেম্বর, ২০১৭।
আগামীকাল পারণঃ ০৫.৫০ – ০৯.৩০
(মায়াপুর)

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস
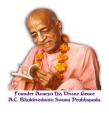
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

নির্বাচিত ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যের বিশেষ দিক

জীবের মুক্তি

শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের জন্য অনুসন্ধান → দৈহিকভাবে এবং মানসিকভাবে প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন → শুদ্ধ ভক্তের কৃপাবর্ষণ → কনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে সেই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তের সমস্ত দিব্য গুণাবলীর প্রকাশ → ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ শ্রবণে গভীর আসক্তির জন্ম → স্থুল এবং সূক্ষ্ম দেহের স্বরূপ উপলব্ধি → শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম → ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা অবগতি → শুদ্ধ-ভক্তির ক্রমবিকাশ → নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার স্তর অতিক্রম করে ভগবানের সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/৩৪ তাৎপর্য)

শরণাগতির অর্থ

- শ্রীনারদ মুনির ব্যক্তিগত উপলব্ধিঃ সব রকমের দুঃখ উপশম করার বা ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সব চাইতে ব্যবহারিক এবং সব চাইতে সরল পন্থা হচ্ছে প্রামাণিক এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনা বিনীতভাবে শ্রবণ করা।
- ভগবানের অনুমোদন ছাড়া কোন পরিকল্পনা অথবা প্রচেষ্টা তাদের এই ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত করতে পারে না।
- দৃষ্টান্ত – ভগবানের দ্বারা অনুমোদিত না হলে,
  - ★ ঔষুধ দিয়ে রোগীর রোগ নিরাময়ের চেষ্টা অর্থহীন,
  - ★ নৌকা যতই মজবুত বা উপযুক্ত হোক না কেন, তাতে চড়ে নদী বা সমুদ্র পার হওয়া যাবে না।
- সকলের স্ব স্ব বৃত্তি-প্রবৃত্তি ভগবানের সেবায় যুক্ত করা উচিত।
  - ★ পরিচালক, রাজপুরুষ, যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কৃষক ইত্যাদি।
- সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যঃ সকলেরই জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করে সব রকমের জড় কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হওয়া।
- বিকল্প ব্যবস্থাঃ কিন্তু সে রকম সুযোগ না পাওয়া গেলে, যেই-যেই বস্তুর প্রতি বিশেষ আসক্তি রয়েছে সেগুলি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে চেষ্টা করা উচিত এবং সেটিই হচ্ছে যথার্থ শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভের উপায়।
- 'সংসুচিতম্' – এই শ্লোকে 'সংসুচিতম্' কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কখনই মনে করা উচিত নয় যে নারদ মুনির এই উপলব্ধি ছিল শিশুসুলভ কল্পনা মাত্র। বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞরাও তা উপলব্ধি করেছেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/৩২ তাৎপর্য)

পারমার্থিক জীবনে সাফল্যের রহস্য

- জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা ত্রিতাপ দুঃখ নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু সেই কার্যকলাপ যখন ভগবৎ-সেবায় রূপান্তরিত হয়, তখন তা সমস্ত জড় ধর্ম পরিত্যাগ করে চিন্ময় তত্ত্বে পর্যবসিত হয়।
- দৃষ্টান্ত ১ – অত্যধিক দুগ্ধজাত দ্রব্য আহারের ফলে পেটের অসুখ হয়; কিন্তু সেই দুগ্ধেরই রূপান্তর দধি অন্য কয়েকটি ঔষধের সঙ্গে গ্রহণ করার ফলে সেই রোগের উপশম হয়।
- দৃষ্টান্ত ২ – আগুনের সংস্পর্শে লোহা আরক্তিম হয়ে আগুনের প্রকৃতি গ্রহণ করে।
- ''সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'' – এইভাবে সব কিছুই যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় তখন আমরা অনুভব করতে পারি যে, সবই পরম ব্রহ্মময়। এই মন্ত্রটি আমরা এইভাবে উপলব্ধি করতে পারি। (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/৩৩ তাৎপর্য)

ইমেল – spss.ekadashi@gmail.com, ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ, What's app - +918007208121

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদ্গীতা – ৯ই মার্চ, ১৯৬৬, নিউইয়র্ক।

(গত সংখ্যার পর) **প্রভুপাদঃ** এখন দেবতা ও অসুরের সংজ্ঞা এরূপঃ বিষ্ণু ভক্ত স্মৃতো দৈব আসুরাঃ তদ-বিপর্যয়ঃ। আসুরাঃ তদ-বিপর্যয়ঃ। বিষ্ণু-ভক্ত। যারা ভগবানের ভক্ত, তারা দেবতা। এটিই দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য। দেবতা, দেবতা এবং অসুর অর্থ এই নয় যে, তাঁদের অত্যন্ত কুৎসিত মুখমণ্ডল রয়েছে। না। একজন অত্যন্ত সুন্দর ব্যক্তিও অসুর হতে পারেন। সে হতে পারে... এবং একজন কুৎসিত ব্যক্তিও দেব হতে পারেন। ঠিক হনুমানের মতো। হনুমান একটি পশু ছিলেন। তিনি মানুষ ছিলেন না। তিনি পশু ছিলেন। তিনি, তিনি বানর প্রজাতি হতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি ভগবান রামচন্দ্রের মহান ভক্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি দেব। সুতরাং বিষ্ণুভক্ত স্মৃতো দৈব। যারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁদের দেব বলা হয়। যার ভগবানের অনুগত নয় তারা অসুর। যে কেউ। এটা অর্থ মনুষ্য প্রজাতি নয়, যে কেউ। কিন্তু উচ্চতর লোকে সকল বসবাসকারীরা সবাই ভগবানের মহান ভক্ত। তাই তাদের দেব, দেবতা বলা হয়। এবং এজন্য তাঁদের উপর জড় জগতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ঠিক যেমন বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সরকারে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। একইভাবে, যেহেতু তারা ভগবানের ভক্ত তাঁদের এই পদমর্যাদা উপহার দেওয়া হয়েছে, সূর্য-দেব, চন্দ্র-দেব, ইন্দ্র, স্বর্গের দেবতা, ব্রহ্মা এমন অনেক, মরিচি এবং অনেক... বোঝা গেল? হ্যাঁ?

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ তারা কি সঙ্গীতের সুরকম্পের সহযোগে অনেক কর্ম সম্পাদন করে থাকে?

প্রভুপাদঃ অ্যাঁ?

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ সঙ্গীত সহযোগে?

প্রভুপাদঃ ওহ, হ্যাঁ। সবকিছু সেখানে রয়েছে। কেন আপনি ভাবছেন শুধু এই জগতেই সবকিছু রয়েছে এবং সেখনে কিছুই নেই? এটাই আমাদের মূর্খতা। ঠিক যেমন, আপনি কখনও ভারতবর্ষে পদার্পণ করেননি, কিন্তু...

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ এখনো নয়।

প্রভুপাদঃ না। না। আমি আপনাকে উদাহরণ দিচ্ছি। যদি আপনি মনে করেন যে, ভারতীয়রা খাদ্য গ্রহণ করে না, নিদ্রা মগ্ন হয় না, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। সেটি আপনার উন্মত্ততা।

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ সেটি আমার কী?

প্রভুপাদঃ সেটি আপনার উন্মত্ততা। যদি আপনি মনে করেন যে, ভারতীয়রা... কারণ আপনি... যখন আপনি জানবেন যে তারাও আমাদের মতো মানুষ...। ঠিক আমার উদাহরনের জন্য। যখন আমি ভারতবর্ষে ছিলাম আমি আমেরিকাকে বিস্ময়কর ভেবেছিলাম।

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ তাহলে আপনি সবকিছু দেখেন নি এখনো?

প্রভুপাদঃ এখন আমরা প্রত্যক্ষ করছি কোন অসামঞ্জস্যতা নেই। একমাত্র অসামঞ্জস্যতা হচ্ছে যে, আপনারা ফর্সা, আপনাদের দেহ শ্বেতবর্ণ এবং তারা অশ্বেতকায় বা তারা অতটা শ্বেত নয়। কিন্তু সেখানেও শ্বেতকায় ব্যক্তি রয়েছেন। ভারতবর্ষে আপনি বিভিন্ন বর্ণ যুক্ত দেহ পাবেন, আমেরিকান, ইউরোপিয়ান হতে শুরু করে নিগ্রো কৃষ্ণবর্ণ। আপনি ভারতবর্ষে খুঁজে পাবেন। আমাদের অনেক বর্ণকায় ব্যক্তি রয়েছেন। এবং প্রকৃতপক্ষে, আমি আপনাকে আমার অকপট স্বীকারোক্তি প্রদান করেছি যে, যখন আমি ভারতবর্ষে ছিলাম, আমি ভেবেছিলাম আমেরিকানরা ভিন্ন ধরনের ব্যক্তি বা তারা হয়ত ভিন্ন ভাবে চিন্তা করে। তারা হয়ত... সুতরাং, অনেক অমিল। কিন্তু এখানে দেখছি কোন অসামঞ্জস্যতা নেই। কোন অসামঞ্জস্যতা নেই। শুধু কতিপয় দৈহিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া। এমন কি আমি পর্যবেক্ষণ করেছি, আমি দেখেছি, ওহ, এটি একই পায়রা যা ভারতীয় পায়রার মতো ক্রীড়া করছে। এমনকি আমি চড়ুই পাখি পর্যবেক্ষণ করেছি। সুতরাং, সেখানে কোন অসামঞ্জস্যতা নেই।

জনৈক ভদ্র মহিলাঃ আছে।

প্রভুপাদঃ অ্যাঁ?

জনৈক ভদ্র মহিলাঃ আছে। চড়ুই পাখি ছাড়াও অন্যান্য পাখি রয়েছে এই আমেরিকাতে যা ইউরোপ হতে আকৃতিতে বৃহৎ।

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ।

জনৈক ভদ্র মহিলাঃ একই প্রজাতির পাখি এখানে বৃহৎ।

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি স্বীকার করছি। আমি স্বীকার করছি। তারা শক্ত ও শক্তিশালী। তারা শক্ত ও শক্তিশালী। হ্যাঁ। কাঠবিড়াল, আমি দেখেছি। আমি পার্কে কাঠবিড়াল দেখেছি। ওহ, তারাও তুলনামূলক বৃহৎ।

জনৈক ভদ্র মহিলাঃ তারা বৃহৎ।

প্রভুপাদঃ তারা বৃহৎ। সেটিও প্রাকৃতিক। আপনি দেখেছেন। আফ্রিকান লোকদের মতো। তারা দীর্ঘকায়। আর্যদের হতেও দীর্ঘকায়। এমন কি আপনাদের এখানেও, এই কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা, তারা আমেরিকানদের থেকে দীর্ঘকায়। সুতরাং সেখানে ছোট্ট অমিল অবশ্যই রয়েছে। সেটি ঠিক আছে। কিন্তু প্রাথমিক দৃষ্টিতে, আপাত দৃষ্টিতে সেখানে কোন পার্থক্য নেই। একইভাবে, সূর্যলোকে, চন্দ্রলোকে, আমাদের মতো মনুষ্য রয়েছে এবং তাদেরকে দেবতা বলা হয় কারণ তারা উন্নত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন। তারা আমাদের নিজেদের হতে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন দেহ লাভ করেছেন ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা সহযোগে এবং সব কিছু। অন্যথায়, সেখানে কোন প্রশ্ন নেই... এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা, যেমন- ভারতীয় ড. মেঘনাথ সার (?), তিনি, তিনি বলেছেন, সেখানে কোন কারণ নেই অবিশ্বাস করার যে, অন্য গ্রহে জীবন আছে। আপনি কীভাবে? ঠিক তেমন, যেহেতু আপনি ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করেন নি, আপনি বলতে পারেন না, "ওহ, সেখানে, সেখানে কোন জীবসত্ত্বা নেই। এটা শুণ্য"। সুতরাং এই লোকেরা চন্দ্রলোকে গমন করছে। তারা বলছে এটি ধূলিপূর্ণ। এটা কাদাপূর্ণ বা এমন কিছু। সবই বোকামি। আপনি দেখছেন? তার অর্থ তারা সেখানে গমন করেনি। বহিরাংশ হতে তারা চিত্র গ্রহণ করেছে এবং ফিরে এসেছে।

জনৈক ভদ্র মহিলাঃ তারা বেতারে ঘোষণা করেছে যে, তারা প্রচুর উড়ন্ত বৃহৎ চাকতি দেখতে পেয়েছে।

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ। তাদেরকে নির্বোধ কথাবার্তা বলতে দিন। কিন্তু আমরা তথ্য পেয়েছি যে, এই চন্দ্রলোক খুবই সুন্দর গ্রহ এবং বাসিন্দারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং যারা এখানে পুণ্য কর্ম করে তারা চন্দ্রলোকে বসবাসের জন্য সংবর্ধিত হন। এবং এটা অত্যন্ত ঠাণ্ডাও। ঠিক আপনার ইউরোপ, আমেরিকার মতো কারণ, দ্বারা... আপনি আমেরিকা হতে এসেছেন। আমেরিকা, ইউরোপের দেশসমূহ, পান করতে অভ্যস্ত। কারণ ঠাণ্ডা জলবায়ু, ভারতীয়রা অভ্যস্ত নয়। কিন্তু আপনাদের পাঠ করা ইউরোপে প্রয়োজনীয়। একইভাবে, এই চন্দ্রলোক এত ঠাণ্ডা যে তারা পান করে সোম-রস পান করে বেঁচে থাকে। সেখানে একপ্রকার পানীয় রয়েছে যাকে সোম-রস বলা হয়। হ্যাঁ। সোম-রস। সোম-রস। সোম-রস এখানে এটিকে আয়ুর্বেদ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। সেই সোম-রস তৈরি হয় সেখানে। যদি কেউ সোম-রস পান করে, সে চিরঞ্জীবী হবে। সেটির অর্থ তার জীবনের আয়ু বৃদ্ধি পাবে। বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং যাহোক, এই বর্ণনা সেখানে রয়েছে। সুতরাং সেখানে বুদ্ধিমান জীব সত্ত্বা রয়েছে।

জনৈক ভদ্র মহিলাঃ কি ধরনের দেহ তাদের বিদ্যমান?

প্রভুপাদঃ এহ?

জনৈক ভদ্র মহিলাঃ কি ধরনের দেহ...

প্রভুপাদঃ দেহ ভিন্ন হতে পারে। ঠিক যেমন, আপনার দেহ আমার হতে ভিন্ন।

জনৈক ভদ্র মহিলাঃ হ্যাঁ। কিন্তু আমরা একই...।

প্রভুপাদঃ সেটির অর্থ এই নয়, যেহেতু আপনি ভিন্ন দেহ ধারণ করেছেন, সেহেতু আপনি জীব সত্ত্বা নন। অথবা, যেহেতু আমি আপনার হতে ভিন্ন দেহ লাভ করেছি, আমি জীব সত্ত্বা নই। সুতরাং দেহ... কারণ জীবাত্মা দেহ নয়, তার অবশ্যই ভিন্ন দেহ রয়েছে। সেটা কোন বিষয় নয়। সেটা কোন বিষয় নয়। কেন আমরা দেহ জাত হিসেবে বিবেচনা, চিহ্নিত করি? পূর্ণ প্রশ্ন সেখানে, দেহ, আপনি আপনার দেহকে পশু দেহ হতে ভিন্ন হিসেবে খুঁজে পাবেন। পশুদেহ মানব দেহ হতে ভিন্ন। অথবা, দেহে অসংখ্য পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু দেহজাত চারটি নীতি আহার... আহার অর্থ খাদ্য প্রয়োজন, নিদ্রা, ঘুম এবং ভয় এবং মৈথুন। এই চারটি নীতি আপনি পাখিতে, পশুতে, মনুষ্যে বা এমনকি দেবতাদের মধ্যে, অথবা ভগবানে, বা সর্বত্র খুঁজে পাবেন, এই চারটি নীতি। একমাত্র পার্থক্য পশু এবং উচ্চতর, উন্নত চেতনার জীব সত্ত্বার তারা ভগবান চেতন। তারা পরমেশ্বর ভগবানকে মান্য করে। সেটি নিম্নতর পশু ও অন্যদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। আমার মনে হয় আমরা এখানেই সমাপ্ত করব। (সমাপ্ত)